গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
fisheries.khagrachhari.gov.bd

জেলা এপিএ কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মঈন উদ্দিন আহমদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
সভার তারিখ	২০/০৪/২০২২খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
স্থান	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট “ক” তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন, কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়। অতপর: সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী পরিচালকের সঞ্চালনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আলোচনা ও সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

০১	এপিএ চুক্তির আওতাধীন কর্মসম্পাদন-ক্ষেত্রসমূহের কার্যক্রমেরে অগ্রগতি পর্যালোচনা	১. জলাশয়ে অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ (মে. টন) ০১ টন নির্ধারিত ছিল, যা সকল উপজেলায় অর্জিত হয়েছে। ২. মৎস্যজীবী/সুফলভোগীদের জলাশয় ব্যবস্থাপনা/ আইন প্রতিপালন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি /উদ্বুদ্ধকরণ সভা ০৫টি নির্ধারিত ছিল। দীঘিনালা ও মহালছড়িতে দুটি সভা হয়েছে। সদর, রামগড় ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় অনতিবিলম্বে উদ্বুদ্ধকরণ সভা সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়। ৩. মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন-পরিচালিত অভিযান সংখ্যা ২৫টি নির্ধারিত ছিল। সদরে ০১টি, দীঘিনালা ০২টি, পানছড়ি ০২টি, রামগড় ০২টি, মাটিরাঙ্গা ০৩টি, মানিকছড়ি ০২টি, মহালছড়ি ০২টি ও লক্ষ্মীছড়ি ০২টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। ৪. নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩০টি প্রদর্শনী খামার (টি) স্থাপন করতে হবে। অদ্যাবধি বিভিন্ন উপজেলায় ১০টি প্রদর্শনী খামার স্থাপিত হয়েছে। ৫. আয়োজিত মৎস্য মেলা/ উদ্ভাবনী মেলা/ মৎস্যচাষি র‍্যালি ০৯টি নির্ধারিত ছিল, যা সকল উপজেলায় অর্জিত হয়েছে। ৬. আয়োজিত মাঠ দিবস/ মত বিনিময় সভা/সচেতনতামূলক সভা/পরামর্শ দিবস ০৬টি নির্ধারিত ছিল। রামগড় উপজেলায় ০২টি ও মহালছড়ি ০১টি মাঠ দিবস সম্পন্ন হয়েছে। ৭. নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তৈরি/ উন্নয়নকৃত মৎস্য/ চিংড়ি উৎপাদনকারীর ১০টি সংগঠন তৈরি/ উন্নয়ন করতে হবে। রামগড় উপজেলায় ০২টি সংগঠন তৈরি/ উন্নয়ন করা হয়েছে। ৮. মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান সংখ্যা ৫২০ জনের বিপরীতে অর্জন হয়েছে ৪০৩ জন। ৯. আয়োজিত সেমিনার/ ওয়ার্কশপ ০১টি নির্ধারিত আছে যা মে মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়। ১০. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সংখ্যা ২০ জনের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে, যা ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে। ১১. মৎস্য চাষি, মৎস্যজীবীসহ অন্যান্য সুফলভোগীদের ৫৪০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।	১. সদর, রামগড় ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে ০১টি করে উদ্বুদ্ধকরণ সভা সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়নে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সদরে ০৪টি, গুইমারা ০২টি, মানিকছড়ি ০১টি ও মহালছড়ি ০১টি অভিযান সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩. নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সদর উপজেলায় ০৩টি, দীঘিনালায় ০১টি, পানছড়ি ০৩টি, রামগড়-০৩টি, গুইমারা ০১টি, মাটিরাঙ্গা ০২টি, মানিকছড়ি ০২টি, মহালছড়ি ০৩টি ও লক্ষ্মীছড়ি ০২টি প্রদর্শনী খামার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪. নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সদর উপজেলায় ০২টি ও মহালছড়ি উপজেলায় ০১টি মাঠ দিবস বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫. নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সদর উপজেলায় ০৪টি ও মহালছড়ি উপজেলায় ০৪টি সংগঠন তৈরি/ উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬. নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান অব্যহত রাখা ও তথ্যাদি হালনাগাদ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ।	সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (সংশ্লিষ্ট সকল) ।
০১	দ্বিমাসিক এপিএ টিমের সভার অগ্রগতি অগ্রগতি পর্যালোচনা	এপিএ চুক্তির আওতায় গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুষ্ঠুভাবে যথাসময়ে এপিএ-র সকল কাজ বাস্তবায়ন করার স্বার্থে প্রতি দুই মাস পর পর এপিএ টিমের সভা করার বিষয়ে আলোচনা হয়। উপজেলাসমূহে নিয়মিত এতদসংক্রান্ত সভা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। এপিএ কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত প্রতিটি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করা ও প্রকৃত অর্জন পরবর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা, সভার রেজুলেশন ও প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করা ও অনুলিপি জেলা মৎস্য দপ্তরে প্রেরণ করার বিষয়ে অনুরোধ করা হয়।	এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল উপজেলা মৎস্য অফিসারকে নিজ নিজ দপ্তরের প্রণীত এপিএ টিমের সাথে প্রতি দুই মাস পর পর এপিএ টিমের সভা করবেন ও এপিএ-র অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন ও সভার রেজুলেশন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন এবং অনুলিপি জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে প্রদান করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা ও সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (সকল) ।

০২	মাসিক/ত্রৈমাসিক এপিএ প্রতিবেদন প্রমাণকসহ যথাসময়ে জেলা মৎস্য অফিসে দাখিল ও আপলোড সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা	মাসিক এপিএ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল ও ওয়েবপোর্টালে আপলোডের বিয়য়ে পর্যালোচনা করা হয়। ওয়েবপোর্টাল পর্যালোচনায় দেখা যায়, সদর ও পানছড়ি ১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত, দীঘিনালা, মহালছড়ি ও ৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত হালনাগাদ আছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদে তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা হতে প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে এপিএ মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ও প্রতি মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে এপিএ প্রতিবেদন নিজ নিজ দপ্তরের ওয়েবপোর্টালে আপলোড করতে হবে। তাছাড়া প্রতি ত্রৈমাসিকের শেষ সপ্তাহে প্রমাণকসহ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	জেলা ও সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (সকল)।
০৩	এপিএ চুক্তির অন্যান্য সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন	এপিএ চুক্তি মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা'র কার্যক্রম, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পন'র কার্যক্রম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা'র কার্যক্রম, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা 'র কার্যক্রম, তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	যথাসময়ে এপিএ চুক্তি মোতাবেক গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি একশন প্লান তৈরি করে তা সামনে রেখে কাজ বাস্তবায়নে তৎপর থাকতে হবে।	জেলা ও সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (সকল)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মঈন উদ্দিন আহমদ
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা

স্মারক নম্বর: ৩৩.০২.৪৬০০.৪০০.১৭.০০১.১৭.১১০

তারিখ: ৭ বৈশাখ ১৪২৯
২০ এপ্রিল ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মাননীয় চেয়ারম্যান , চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

২) উপপরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস), ফিল্ড সার্ভিসের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

৩) উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা।

৪) সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৫) সহকারী পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৬) উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, জেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

মো: আবুল কালাম আজাদ
সিনিয়র সহকারী পরিচালক